সমতা নীতিমালা

Equality policy

কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে, গ্রুপভুক্ত সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল পুরুষ এবং মহিলা মানবিকতা এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সমানভাবে বিবেচিত হবে। এ লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয় গুলোর ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে -

ক) উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সকল ধরনের বৈষম্য পরিহার,

খ) অধিকতর উন্নত মানবিক নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা মূলক ব্যবস্থা তৈরি করন,

গ) প্রতিষ্ঠান এবং কর্মচারীদের কাজকে অধিকতর সহজীকরন,

ঘ) কর্ম নকশা/পরিকল্পনা, প্রতিষ্ঠানিক নীতিমালা সুসংহত করার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রথাগত এবং ঐতিহ্যগত বৈষম্যগুলো দুরীকরণ,

ঙ) প্রার্থীর ধী-শক্তি এবং পছন্দেও প্রবনতা স্বাপেক্ষে তাদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব প্রদান করা। এ ক্ষেত্রে লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে।

১। <u>বৈষম্য রোধে কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি ঃ</u>

লিঙ্গ,বর্ণ,জাতি, ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাস, বয়স, আঞ্চলিকতা, গোত্র এবং ভাষাগত সকল ধরনের বৈষম্য পরিহার করে কারখানা কর্তৃপক্ষ উৎপাদন ও প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করবে। কর্তৃপক্ষ নিয়োগ, নির্বাচন, প্লেসমেন্ট, প্রশিক্ষণ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে সকল ধরনের বৈষম্য রোধ কল্পে কর্তৃপক্ষ সর্বদাই কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং একই সাথে চাকুরীতে নিয়োগ, পদোন্নতি, ইনসেন্টিভ সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে চাকুরীর শর্ত, দক্ষতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেরিট এবং কার্যদক্ষতা ইত্যাদি বিবেচ্য হিসাবে গ্রহণ করবে। বৈবাহিক অবস্থা কিংবা পারিবারিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কিত কোন ধরনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বৈষম্য কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। কর্তৃপক্ষ সর্বদাই -

ক) নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধিকতর মেধাবী প্রার্থীর প্রতি গুরুত্বরোপ করবে,

খ) নিরপেক্ষ উপায়ে প্রার্থী নির্বাচন, নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করবে,

গ) নিরপেক্ষ এবং মেধার ভিত্তিতে প্রশিক্ষন, পুনঃপ্রশিক্ষন এবং পদোন্নতি প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটাবে।

২। <u>পরামর্শ কর্মসূচী, অভিযোগ প্রক্রিয়া এবং নীরিক্ষণ কৌশল ঃ</u>

কর্তৃপক্ষ ফলপ্রসূ যোগাযোগ এবং পরামর্শমূলক কর্মসূচী গ্রহনের মাধ্যমে সমতা নীতিমালা এবং এর উদ্দেশ্য সর্ম্পকে সকলকে অবহিত করবে এ ব্যাপারে সকলের মধ্যে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা করবে। যে কোন ধরনের বৈষম্যের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করবে এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করবে। এ লক্ষে কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয় সমুহের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখবে-

ক) নীরিক্ষন এবং নিয়ন্ত্রন কৌশল,

খ) যোগাযোগ পদ্ধতি,

গ) চাকুরীতে উন্নয়ন,

ঘ) বিশেষ জনশক্তি নিয়োগ এবং প্রশিক্ষন কর্মসূচী,

ঙ) সমন্বয়, অভিযোগ পদ্ধতি এবং ফলোআপ কর্মসূচী।

৩। আইনগত বিধিবিধানের প্রতি সম্মতি ঃ

সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষে চাকুরী ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা, প্রশিক্ষন, পুনঃপ্রশিক্ষন, মজুরী, মাতৃকালীন সময়ে সুবিধা সমুহ, যৌন নীপিড়নের প্রতিকার ইত্যাদি বিষয়ে সকল সাংবিধানিক ও আইনগত রক্ষাকবচের প্রতি কর্তৃপক্ষ পূর্ন সমর্থন প্রদান করবে।

৪। মজুরী ও ভাতা পরিশোধে সাম্যতা ঃ

কর্তৃপক্ষ সকল প্রকার বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বৈষম্যকে প্রশ্রয় প্রদান করবে না। কর্মী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সর্বদাই বৈষম্যহীন কর্মী মূল্যায়ন পদ্ধতি ও আইনগত বিধান সমুহ অনুসরন করবে।

৫। নিয়োগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ ঃ

বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবধান ঘোচানোর লক্ষে কর্তৃপক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা কর্মীদেরকে প্রধান্য দিবে। কর্তৃপক্ষ মহিলা শ্রমিক, কর্মচারীদের শিক্ষা, পুনঃশিক্ষা, প্রশিক্ষন, পুনঃপ্রশিক্ষন গ্রহনের ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রদান করবে যাতে মহিলা কর্মীগন তাদের চাকুরী কালীন পদোন্নতি এবং কর্মজীবন উন্নয়নের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে। এ লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ-

ক) কর্মরত মহিলা কর্মীগনের পারিবারিক দায়িত্ববোধের প্রতি পূর্ন সমর্থন প্রদান করবে,

খ) মহিলা কর্মীগনের মাতৃকালীন সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সকল আইনগত বাধ্যবাধকতা গুলো মেনে চলবে,

যৌন হয়রানিমূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহন কওে যৌন হয়রানি মুক্ত কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করবে।

৬। কর্মচারীগনের দায়িত্বের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের চাহিদা ঃ

কর্তৃপক্ষ যেমন নারী পুরুষের বৈষম্যহীন অবস্থা বজায় রাখার জন্য উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক পুনঃরীক্ষন এবং পর্যবেক্ষন করবে ঠিক তেমনি কর্তৃপক্ষ আশা করে যে, কর্মরত কর্মচারীগন প্রতি ক্ষেত্রে মূল্যবোধ ও শ্রদ্ধার বিষয় সমুহ বুঝতে সক্ষম হবে এবং একই সাথে নারী পুরুষের সাম্যতা সহ সমতা নীতিমালা পুংখানুপুঙ্খরূপে অনুসরন করবে। কর্তৃপক্ষ আরও আশা কর্মরত কর্মচারীগন দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক আচরন করবে যা সমতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। এ ক্ষেত্রে যাদেও আচরন বিধিসম্মত নয় বা যে সকল ব্যক্তি বৈষম্যপূর্ন আচরনে লিপ্ত হবে তাদেও বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।